# ১ম বর্ষে ভর্তি প্রক্রিয়া

## ১৪৪৭/৪৮ হিঃ (২০২৬/২৭ ঈঃ) শিক্ষাবর্ষ

### ভর্তির জন্য ধারাবাহিক কাজসমূহ :

১. অভিভাবককে সরাসরি মাদরাসার দফতর থেকে বা www.baiturrasul.com থেকে "ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" সংগ্রহ করতঃ ভালোভাবে পড়তে হবে।

২. "ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী" পড়ার পর যদি অভিভাবক মনে করেন যে, আমার তালিবুল ইলমের জন্য এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া সম্ভব, তবে অভিভাবক সাক্ষাতের জন্য নিজের পূর্ণ পরিচয় ও তালিবুল ইলমের পরিচয় উল্লেখ করে "অভিভাবক-সাক্ষাৎ" ফরমটি পূর্ণ করবেন এবং তা সরাসরি মাদরাসার দফতরে বা baiturrasulmadrasa@gmail.com এ পাঠাতে পারেন।

৩. "অভিভাবক-সাক্ষাৎ" ফরমটি একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় রয়েছে।

৪. "অভিভাবক-সাক্ষাৎ" ফরমটি জমা দিয়ে অপেক্ষা করবেন, মাদরাসা থেকে আপনার সাথে যোগাযোগ করা হবে এবং সাক্ষাতের জন্য আপনাকে সময় দেয়া হবে।

৫. সাক্ষাৎপর্ব ইতিবাচক হলে দফতর থেকে ভর্তিফরম সংগ্রহ করে আনুষ্ঠানিক ভর্তির কার্যক্রম শুরু করতে হবে।

৬. ভর্তির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শেষ হলে দফতর থেকে ছাত্রের মাদরাসায় আসার তারিখ, প্রয়োজনীয় সামান, প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের নম্বরসম্বলিত কাগজ সংগ্রহ করতে হবে।

### সাক্ষাৎ ও ভর্তির তারিখ ও সময় :

# ২৬ শে শা'বান থেকে ৩০ শে শা'বান পর্যন্ত : প্রত্যহ সকাল ১০টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত।

# ১ লা রমযান থেকে ২৫ শে রমযান পর্যন্ত : প্রত্যহ সকাল ১০:৩০ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

# ৬ ই শাওয়াল থেকে ৮ ই শাওয়াল পর্যন্ত : প্রত্যহ সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত।

**বিঃ দ্রঃ (ক) ভর্তির সময় ও তারিখ কোটা** (১৫০ জন) **পূরণ সাপেক্ষে।**

**(খ) ১লা শা'বান থেকে সাক্ষাৎপর্ব শেষ করে ভর্তির সম্মতিপত্র গ্রহণ করা যাবে।**

### যোগাযোগ : ভর্তির জন্য :

**(ক) ০১৩২৪৩৮২৭৮০ (খ) ০২-২২৩৩৭০১১২**

**ঠিকানা :** বাইতুর রাসূল □ মাদরাসা, ৩৬/২ বাড্ডানগর লেন, হাজারীবাগ, ঢাকা- ১২০৫।

### যাতায়াত :

ঢাকার যে কোন স্থান থেকে আজিমপুর বা জিগাতলা হয়ে হাজারীবাগ পার্ক মাঠের উত্তরে (অংকিতা বেকারী বা চৌধুরীবাড়ি মোড়) ৩৬/২, বাড্ডানগর লেন, বাইতুর রাসূল □ মাদরাসা।

**অথবা**

মোহাম্মদপুর বা বাবু বাজার ব্রিজ থেকে বেড়িবাঁধ দিয়ে কোম্পানীঘাট নেমে হাজারীবাগ পার্ক মাঠের উত্তরে (অংকিতা বেকারী বা চৌধুরীবাড়ি মোড়) ৩৬/২, বাড্ডানগর লেন, বাইতুর রাসূল  মাদরাসা।

# ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলী

১. ভর্তির সময় তালিবুল ইলমদের অভিভাবকের উপস্থিতি জরুরী এবং ফরমে লিখিত সমস্ত তথ্য অভিভাবককে প্রদান করতে হবে।

২. বাবা, মা, উপার্জনক্ষম বড় ভাই বা বোনই শুধু অভিভাবক হিসেবে পরিচিতি পাবেন।

৩. তালিবুল ইলমের নিজের এবং অভিভাবকের ছবি, জন্মনিবন্ধন পত্রের বা জাতীয় পরিচয় পত্রের ফটোকপি প্রদান করতে হবে।

**৪. শুধুমাত্র ১ম বর্ষে ভর্তির সুযোগ রয়েছে এবং শতভাগ আবাসিক; অনাবাসিক ভর্তি হওয়ার কোন সুযোগ নেই।**

৫. হাফেজ ছাত্রের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব - ১৬ বৎসর। গাইরে হাফেজের ক্ষেত্রে অনূর্ধ্ব - ১৪ বৎসর।

**৬. ১ম বর্ষে ভর্তির জন্য :**

(ক) হাফেজ হলে হিফজুল কুরআন এবং বাংলা লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে।

(খ) হাফেজ না হলে নাযেরায়ে কুরআন এবং বাংলা লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিতে হবে।

# যারা ভর্তির জন্য আবেদন করবেন না

১. যারা রাজনীতি বা সরকার কতৃর্ক নিষিদ্ধ কোন সংগঠনের সাথে অতীতে বা বর্তমানে জড়িত ছিল বা আছে।

২. যারা ফৌজদারী কোন মামলার তালিকাভুক্ত।

৩. যারা মাদরাসা শিক্ষার পাশাপাশি অন্য কোন শিক্ষা কারিকুলামেও অংশগ্রহণ করতে চায়।

৪. **যাদের এই মাদরাসায় পূর্ণ মাদানী নেসাব (৭ বছর) পড়ার ইচ্ছা নাই।**

**৫. যারা কোন বোর্ডের সনদ লাভের প্রয়োজন অনুভব করবে।**

৬. যারা শুধুমাত্র আরবী ভাষা শেখার উদ্দেশ্যে ২-৩ বছরের জন্য ভর্তি হতে চায়।

৭. যারা অমনোযোগী, নিজ থেকে পড়ে না, চাপ দিয়ে পড়া-লেখা করাতে হয়।

৮. যারা খুব চঞ্চল, দৌড়ঝাঁপ খেলাধুলা প্রিয়।

৯. **যাদের শিক্ষাবিষয়ক পরামর্শক অত্র মাদরাসার শিক্ষক ব্যতীত অন্য কেউ হবেন।**

১০. যাদের মাদরাসার খরচ বহন করবেন নিজ পরিবার ছাড়া অন্য কেউ।

১১. যারা বাইরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে আগ্রহী।

১২. যারা কোন মাদরাসা থেকে বহিষ্কৃত।

১৩. যাদের গ্রহণযোগ্য ওজর ছাড়া পড়াশুনায় বিরতি পড়েছে এবং বয়সও বেশি হয়ে গিয়েছে।

১৪. যারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করে।

১৫. যারা ইন্টারনেট/ ফেইসবুক ব্যবহার করে।

১৬. যারা অত্র মাদরাসার তা'লীমের বাইরে অতিরিক্ত অধ্যয়নাগ্রহী।

১৭. যারা পড়াশুনার পাশাপাশি ছোটখাট ব্যবসায় জড়াতে চায়।

১৮. যারা বাবা-মার অমতে অত্র মাদরাসায় ভর্তি হতে চায়।

১৯. যাদের অসুস্থতার কারণে বা সাধারণ ভাবে মাতবাখের খাবার গ্রহণ করতে সমস্যা হয় এবং বাহিরের খাবার গ্রহণ করতে হয়।

২০. মাদরাসার এই কঠিন পরিবেশ যাদের স্বাস্থ্য বা তবীয়তের সাথে মিলবে না।

**বিঃ দ্রঃ উল্লেখিত বিষয়গুলো গোপন রাখা আমানতের খেয়ানত। পরবর্তীতে জানা গেলে মাদরাসায় অবস্থানের সুযোগ বাতিল হবে।**

# বিশেষ কিছু বিষয়

## নেসাব

শিক্ষার নেসাবের ক্ষেত্রে এবং তালীম, তারবিয়তসহ সকল ক্ষেত্রে সাধ্যের মধ্যে মাদরাসাতুল মাদীনাহ (হযরতপুর, কেরানীগঞ্জ) এর অনুসরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়।

## শিক্ষাবর্ষ ও অর্থবর্ষ

(১) শিক্ষাবর্ষ শাওয়াল থেকে শা'বান পর্যন্ত।

(২) অর্থবর্ষ  শাওয়াল থেকে রমযান পর্যন্ত।

**পূর্ণ শিক্ষাবর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত।**

(ক) প্রথম ভাগ শাওয়াল থেকে রবিউল আউয়াল পর্যন্ত।

(খ) দ্বিতীয় ভাগ রবিউস সানী থেকে শা'বান পর্যন্ত।

## পরীক্ষা :

**মূল পরীক্ষা :**

(ক) ১ম পর্বের চূড়ান্ত পরীক্ষা : ৫-১৪ ই  রবিউল আউয়াল।

(খ) ২য় পর্বের চূড়ান্ত পরীক্ষা : ১১-২৩ শা'বান।

**অন্যান্য পরীক্ষা :**

মূল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অধ্যায়ভিত্তিক মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা অধ্যায়গুলো শেষ হওয়ার পর পর।

## তারাক্কী/ পরবর্তী শ্রেণিতে ভর্তির সুযোগ :

১. পরীক্ষাগুলোতে শ্রেণিভিত্তিক নির্ধারিত নম্বর পাওয়া।

২. কোটার হিসেবে মেধা তালিকার অন্তর্ভুক্ত থাকা।

৩. ইবাদত-মোয়াশারা, আদব-আখলাক, পরিশ্রম-আগ্রহ ও উপস্থিতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে নেগরান উস্তাদের ইতিবাচক মন্তব্য থাকা।

৪. ২য় বর্ষ থেকে ৭ম বর্ষ পর্যন্ত ভর্তি বার্ষিক পরীক্ষার পরপর আর নতুন ১ম বর্ষ ২৬ শে শাবান থেকে ১০ ই শাওয়ালের মধ্যে হতে হবে।

## বিরতি (ছুটি)

১. মাদরাসার ছুটিবিধি কঠোরভাবে পালন করতে হবে। খোলার তারিখে ও ছুটির শনিবার দরসের পূর্বে তালিবুল ইলমকে মাদরাসায় উপস্থিত করা অভিভাবকের দায়িত্ব। এবিষয়ে কোন প্রকার ওযর গ্রহণযোগ্য হবে না। (মাদরাসার ছুটিসমূহ : প্রতি ১৫ দিন অন্তর শুক্রবার ফজরের পর থেকে শনিবার সকাল ৮টার পূর্ব পর্যন্ত। ৬ই যিলহজ্জ থেকে ১৯ই যিলহজ্জ পর্যন্ত মোট ১৪ দিন। ১৫ রবিউল আওয়াল থেকে ২৯ শে রবিউল আওয়াল পর্যন্ত মোট ১৫ দিন এবং ২৫ শে শাবান থেকে ৮ই শাওয়াল পর্যন্ত মাদরাসার লেখা পড়ার নিয়মিত কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।)

২. উক্ত ছুটিসমূহ ব্যতীত অন্যান্য সকল ছুটি নেয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবক নিজে দরখাস্ত করবেন এবং অতিরিক্ত ছুটি নেয়ার ক্ষেত্রে অভিভাবকের দায়িত্ববোধ ও মানসিকতার প্রতি প্রতিষ্ঠানের বিশেষ দৃষ্টি থাকবে। অভিভাবক বা তালিবুল ইলমের ছুটি মাত্রাতিরিক্ত বা অগ্রহণযোগ্য হলে তালিবুল ইলম মাদরাসায় থাকার যোগ্যতা হারাবে।

৩. পারিবারিক উৎসবে তালিবুল ইলমের অংশগ্রহণ কাম্য হলে, তার তারিখ তালিবুল ইলমের সময়সূচী লক্ষ্য রেখে করতে হবে। (অন্যথায় বিষয়টি তালিবুল ইলমের অগোচরে রাখতে হবে।) এই ক্ষেত্রে কোন প্রকার আবেদন করার সুযোগ থাকবে না।

৪. মাদরাসার বিরতি বা ছুটির সময়গুলো তালিবুল ইলমের চলাফেরা, আচার-আচরণ মাদরাসার আদর্শ ও চিন্তার বিরুদ্ধ হলে এবং তা প্রমাণিত হলে সেই তালিবুল ইলমের ব্যাপারে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হবে, বছর শেষ করার আবেদন গৃহীত হবে না।

৫. মাদরাসার অনুমতি ব্যতীত কোন অভিভাবক তার সন্তানের সহপাঠীকে বাড়িতে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করলে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তার সন্তানের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

## সাক্ষাৎ ও ফোনে যোগাযোগ

১. তালিবুল ইলমের সাথে দেখা করতে হলে বা ফোনে কথা বলতে হলে দরস, মুযাকারা, নামায ও বিশ্রামের সময়টুকু ছাড়া অন্য সময় করতে হবে। অর্থাৎ ফজরের পর থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত এবং আছরের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত। তবে রাত ৯:৩০ থেকে ১০:০০ পর্যন্ত শুধু ফোনে কথা বলার সুযোগ থাকবে।

২. অভিভাবক বা নিজ পরিবারের সদস্য ছাড়া কেউ সরাসরি তালিবুল ইলমের সাথে কথা বা সাক্ষাৎ করতে পারবেন না।

৩. নেগরান উস্তাদের ফোন দিয়ে তালিবুল ইলমের শুধু খোঁজ নেয়া যাবে। তাঁর ফোন দিয়ে তালিবুল ইলমের সাথে কথা বলা যাবে না। প্রয়োজনে তালিবুল ইলম মাদরাসার ফোনে অভিভাবকের সাথে কথা বলবে।

৪. অভিভাবক তালিবুল ইলমের সাথে সরাসরি কথা বলতে চাইলে নেগরান উস্তাদকে জানাবেন। নেগরান উস্তাদ তালিবুল ইলমকে তার অভিভাবকের সাথে মাদরাসার টেলিফোন দিয়ে কথা বলার ব্যবস্থা করবেন।

৫. স্বাভাবিক অবস্থায় তালিবুল ইলমের সাথে সর্বোচ্চ ৩ মিনিট ফোনে কথা বলা যাবে এবং ১ম ও ২য় বর্ষের তালিবুল ইলমরা সপ্তাহে ২দিন আর ৩য় থেকে ৭ম বর্ষের তালিবুল ইলমরা সপ্তাহে ১ দিন কথা বলবে।

৬. ফরমে উল্লেখিত অভিভাবকের ফোন নম্বর ছাড়া অন্য কোন নম্বরে তালিবুল ইলমের সাথে কথা বলা যাবে না এবং অপরিচিত নম্বর ধরা হয় না।

৭. দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে তালিবুল ইলমের সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। সরাসরি তালিবুল ইলমের কামরায় গমন করা এবং দেখা করা নিয়মবিরুদ্ধ হবে।

## পোশাক

১. পায়জামা-পাঞ্জাবি, লুঙ্গি পোশাক হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। পায়জামা-পাঞ্জাবি সাদা হতে হবে।

২. দায়েমী (সার্বক্ষণিক) পোশাক হবে পাঞ্জাবি ও পায়জামা। লুঙ্গি শুধু গোসল ও কাপড় পরিবর্তনের সময় ব্যবহার করবে। আর ঘুমের সময় পায়জামা পরতে হবে এবং গেঞ্জি বা ফতুয়া পরতে পারবে।

৩. পাঞ্জাবির কাপড় হবে টরে বা পপলিন জাতীয়, যাতে ইস্ত্রি বা মাড়ের প্রয়োজন না পড়ে।

৪. টুপি সাদা হবে। পাঁচকল্লি হওয়া উত্তম ও কাঙ্ক্ষিত। অন্যথায় তালিবুল ইলমের শান অনুযায়ী টুপি হবে।

৫. ব্যাগ, স্যান্ডেল ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তালিবুল ইলমের শানের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৬. রেডিমেড পাঞ্জাবি বা এমন কাপড়ের তৈরী পাঞ্জাবি যা রেডিমেড পাঞ্জাবি বা সার্টের সাথে সাদৃশ্য রাখে, তা পরা যাবে না।

৭. হাতাওয়ালা সাদা গেঞ্জি পরতে হবে। স্যান্ডো গেঞ্জি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

৮. কোন লেখা, কোন কিছুর ছবি বা কোন কিছুর বিজ্ঞাপনযুক্ত গেঞ্জি পরা যাবে না।

৯. চুল ও মোচ ছোট ছোট করে রাখবে।

১০. সপ্তাহে একদিন (মাদরাসার নির্ধারিত দিন) নখ কাটবে।

১১. প্রত্যহ ঘুম থেকে উঠে এবং ঘুমাতে যাওয়ার পূর্বে দুই বেলা ব্রাশ করবে।

১২. দাড়ি কাটা বা ছেড়ার মত গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকবে।

১৩. হাতঘড়ি ও অপ্রয়োজনে আংটি পরা থেকে বিরত থাকবে।

১৪. চেইন, সানগ্লাস ইত্যাদি পরা যাবে না।

১৫. শীতকালের পোশাক তালিবুল ইলমের শান মোতাবেক হতে হবে।

## অবস্থান

সব সময় মাদরাসার ভবনের ভিতর অবস্থান করবে। আছরের পরও বাহিরে যাওয়া যাবে না ।

## খাবার

১. মাদরাসার মাতবাখ থেকে প্রদত্ত খাবারই গ্রহণ করতে হবে এবং বাহির থেকে খাবার আনার অনুমতি পাবে না।

২. মাতবাখ থেকে তিন বেলা সাধারণ খাবার প্রদান করা হয়।

৩. নিজ বাড়ি থেকে খাবার না আনাই কাম্য। তবে বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে আনা হলে আলাদা দস্তরখানে বসবে।

৪. বাসা থেকে নিজে বা অভিভাবক এমন খাবার আনবে না যা দস্তরখানে বসে খেতে হয়।

৫. হোটেল থেকে নাস্তা বা খাবার কিনে এনে খাওয়া যাবে না।

৬. শুকনো খাবার যা সুন্দুকে রাখা সম্ভব তা সাথে রাখতে পারবে।

## বিদায় প্রদান : (নিম্ন বিষয়গুলো পাওয়া গেলে ছাত্রকে প্রতিষ্ঠান থেকে বিদায় প্রদান করা হবে।)

১. মাদরাসার সাধারণ নিয়মগুলো বারবার অমান্য করলে।

২. উস্তাদদের সাথে চূড়ান্ত পর্যায় বেয়াদবী করলে।

৩. মাদরাসার কারো সাথে মারামারি করলে।

৪. বিশৃংখলাকারী সাব্যস্ত হলে।

৫. চূড়ান্ত পর্যায়ের অমনোযোগী হলে।

৬. মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে।

৭. ফেইসবুক ব্যবহার করলে।

৮. মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, বই ইত্যাদি যা মাদরাসায় নিষিদ্ধ তা পাওয়া গেলে। (এসব বস্তু বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং বাজেয়াপ্তবস্তু ফেরত দেয়া হবে না।)

৯. যার মাধ্যমে কোন দুর্ঘটনার আশংকা করা হবে।

১০. যে অন্য ছাত্রকে নিষিদ্ধ কাজ বা নিষিদ্ধ বস্তু ব্যবহারে সহায়তা করবে।

১১. ভর্তির সময় এমন কোন তথ্য গোপন করা যা প্রকাশ করলে ভর্তির সুযোগ হত না।

১২. অন্য কোন কারিকুলামে ভর্তি হলে বা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে।

১৩. মাদরাসা থেকে পলায়ন করা।

১৪. অভিভাবক বা মাদরাসা কর্তৃপক্ষের অগোচরে অন্য কোথাও রাত কাটানো।

১৫. মাদরাসার ফিকির ও চেতনা বিরোধী অন্য কোন ফিকির বা চেতনা ধারণ করলে।

## বিদায় গ্রহণ :

১. দরখাস্তের মাধ্যমে মাদরাসা থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। দরখাস্ত প্রদানের দিন থেকে তালিবুল ইলমের ভর্তি বাতিল হবে এবং সেই দিন থেকে তার যাবতীয় আর্থিক হিসাব বন্ধ হবে। দরখাস্তের আগে অনুপস্থিতির দিনগুলোর মাসিক অজিফা অভিভাবককে প্রদান করতে হবে।

২. বিদায় গ্রহণের দরখাস্ত প্রদানকালে অভিভাবক বা তার প্রতিনিধির উপস্থিতি প্রয়োজন। দফতর থেকে লিখিত দরখাস্ত সংগ্রহ করবে এবং তা পূরণ করে দফতরে জমা দিবে। যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে ছাড়পত্র গ্রহণ করবে।

৩. বিদায়ের পূর্বে মাদরাসার পরিচয়পত্রটি ফেরত দিয়ে যাবে।

৪. বিদায় গ্রহণ করার পর বা অনুপস্থিতির ১ মাসের মধ্যে সামান নিয়ে যেতে হবে। না নিয়ে গেলে তা মাদরাসা কর্তৃপক্ষ দান বা বিক্রি করে দেয়ার অধিকার রাখবেন।

## অর্থসংক্রান্ত তথ্য

- শাওয়াল থেকে শা'বান পর্যন্ত তালিবুল ইলমের মাদরাসায় অবস্থান করার বিপরীতে তার অভিভাবককে প্রতি মাসে ৫,৭০০/= টাকা করে অযীফা প্রদান করতে হবে। (ছুটি ও অনুপস্থিতির দিনগুলিতেও অর্থাৎ সর্বাবস্থায় শাওয়াল হতে শা'বান পর্যন্ত ১১ মাসে মোট ৬২,৭০০/= প্রদান করতে হবে।)
- আল্লাহ না করুন, নিজেদের সিদ্ধান্তে বা ভিন্ন কোন কারণে বছরের মাঝে তালিবুল ইলমকে নিয়ে যেতে চাইলে বছরের বাকী মাসগুলোর ন্যূনতম অযীফা (৩,০০০/=) টাকা করে দিয়ে যাওয়া অভিভাবকের দায়িত্ব। পূর্ণ অযীফা প্রদান করে যাওয়া নৈতিক দায়িত্ব ও আমানতদারিতা। কারণ তার স্থানে অন্য কোন তালিবুল ইলমকে ভর্তি নেয়া সম্ভব না হওয়ায় তার স্থানটি বাকি মাসগুলো শূন্য থাকবে যাতে করে মাদরাসা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই এই ক্ষতির দায় অভিভাবককে আংশিক বা পূর্ণ গ্রহণ করতে হবে।
- রমযান মাসের নির্ধারিত ওযীফা আবাসিক-অনাবাসিক সকল তালিবুল ইলমের জন্য ৩,০০০/= টাকা। যা বার্ষিক পরীক্ষার আগে শাবান মাসের ওযীফার সাথে প্রদান করতে হবে।
- ভর্তির সময় ভর্তি ফরম, ভর্তি ফি ও বাক্স, বিছানা ফিসহ অন্যান্য বিষয় বাবদ ১০,২০০/= টাকা এবং শাওয়াল মাসের মাসিক অযীফা ৫,৭০০/= টাকা প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ ভর্তির সময় ১ম মাসে ১৫,৯০০/= টাকা প্রদান করতে হবে।
- পরবর্তী মাস থেকে অর্থাৎ জিলক্বদ থেকে শা'বান পর্যন্ত প্রতি মাসে শুধু ৫,৭০০/= টাকা করে প্রদান করতে হবে।
- তালিবুল ইলমের ওযীফার অর্থ প্রতি আরবী মাসে ১০ তারিখের মধ্যে অবশ্যই পৌঁছাতে হবে। ১৫ তারিখের পরও তা পৌঁছাতে ব্যর্থ হলে, মাদরাসায় তালিবুল ইলমের অবস্থান স্থগিত হতে পারে।
- ২য় থেকে ৬ষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত সকল তালিবুল ইলমকে শা'বান মাসে বার্ষিক পরীক্ষার পরপর ভর্তি হতে হবে এবং শা'বান মাসের ১০ তারিখের আগে বর্তমান শা'বানের অযীফাসহ রমযানের নির্ধারিত অযীফা প্রদান করে বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।
- **আল্লাহ না করুন, অস্বাভাবিক মুদ্রাস্ফীতি হলে মাসিক অযীফা আরো বৃদ্ধির প্রয়োজন হতে পারে। সেই বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।**

## এক নজরে আর্থিক বিষয়

### নতুন ১ম বর্ষ

| ভর্তি ফরম | ভর্তি ফি<br>বাক্স, বিছানা, ইজতেমায়ী সামান, মাসিক পরীক্ষা, পাঠাগার, হাফলা ইত্যাদি | মাসিক অযীফা<br>(শাওয়াল-৪৭ হিঃ) | ভর্তির সময়<br>১ম মাসে<br>(শাওয়ালের অযীফা, ভর্তি | পরবর্তী মাস থেকে<br>মাসিক অযীফা | শাবানের সাথে রমযানের<br>মাসিক অযীফা |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (এককালীন) | | ফরম, ভর্তি ফিসহ)<br>সর্বমোট | | |
| ২০০/= | ১০,০০০/= | ৫,৭০০/= | ১৫,৯০০/= | ৫,৭০০/= | ৩,০০০/= |